প্রঃ উত্তর-আচরণবাদ বা আচরণবাদোত্তর আন্দোলনের ওপর একটি টীকা লেখ।৫/১০

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির গোঁড়ামি ও প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আচরণবাদ থাকুক, কিন্তু এর চরিত্র্‌ ও অবস্থানে একটা পরিবর্তন আনা হোক, এই দাবি উঠতে থাকে এবং যাঁরা এই দাবির সাথে যুক্ত ছিলেন তাঁরাই রাষ্ট্রতত্ত্বেন পরিচিত হলেন উত্তর আচরণবাদী বা নয়া আচরণবাদী নামে। উত্তর-আচরণবাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকে উত্তর-আচরণবাদী বিপ্লব বলে চিহ্নিত করেছেন কারণ এটি আচরণবাদের অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ ছিল। উত্তর-আচরণবাদী আন্দোলনের সূচনা ঘটে ষাট ও সত্তরের দশকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সময় প্রশ্ন উঠেছিল মার্কিন বিদেশ নীতির ব্যর্থতা নিয়ে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে, এই যুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর ক্ষতি স্বীকার, এবং যুদ্ধের দায় গ্রহণ করার আবশ্যিকতা নিয়ে। এছাড়াও দেশে বেকারত্বের সমস্যা, সরকারের আর্থিক নীতি ও সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। জাতিদাঙ্গা ও অন্যান্য সামাজিক সংকট যা বিপদ ডেকে এনেছিল, তা নিয়েও সেই সময় প্রশ্ন উঠেছিল। নতুন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করেন যে আচরণবাদ ব্যবহারিক রাজনীতির এই সমস্যাগুলি সমাধান করতে সফল হয়েছে কিনা। ডেভিড ইস্টনের মতে উত্তর-আচরণবাদী ধারা একাধারে আন্দোলন ও একটি বৌদ্ধিক প্রবণতা। এই আন্দোলনকে, তিনি মনে করেছিলেন, কখনই কোন গোষ্ঠী বা বিশেষ রাজনৈতিক রংয়ের প্রলেপ দেওয়া সঠিক নয়।

উত্তর আচরণবাদী আন্দোলনের মুখ্য ধারণা গুলি হল

1. প্রয়োগ কৌশলের আগে আসবে সার কথা। সমকালীন জরুরী সামাজিক সমস্যা জানা ও বিচার করাই প্রথম কথা এটাই প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ।
2. আচরণবাদ অভিজ্ঞতাবাদী রক্ষনশীলতার আদর্শকে গোপন করে। ঘটনার বর্ণনা ও বিশ্লেষণে ব্যস্ত থাকলে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ঘটনাকে বোঝার অসুবিধা হতে পারে। সুতরাং আচরণবাদকে আলোচনার ক্ষেত্রে সংযত, পরিমিত হতে হবে।
3. আচরণবাদ বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। উত্তর-আচরণবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বাস্তবের আরও কাছাকাছি নিয়ে যেতে চায়, এবং সমস্যা সমাধানের বাস্তব পন্থা নির্দেশ করতে চায়।
4. উত্তর-আচরণবাদ বিশ্বাস করে রাজনীতি কখনই মূল্য নিরপেক্ষ হতে পারে না এবং রাজনীতি চলবে বাস্তবতা ও নীতিবোধ উভয়কে সম্বল করে।
5. বুদ্ধিজীবী গবেষকরা তাদের অনুসন্ধানের স্বাধীনতা বজায় রাখতে চাইলে মানবিক মূল্যবোধকে রক্ষা করতে হবে।
6. সমাজের পুনর্গঠন ও সামাজিক সমস্যাগুলোকে বুঝতে বা বোঝাতে কর্মতৎপরতা সহায়ক হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা এই সামাজিক লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হবে।
7. রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বাস্তব রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় হবেন এবং এই নতুন আন্দোলনে সামিল হবেন।

উত্তর আচরণবাদী আন্দোলনের মুখ্য বক্তব্য ছিল বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান না করে একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বৈজ্ঞানিক প্রয়াস চলুক। তত্ত্ব থাকবে একই সঙ্গে সমাজ সম্পর্কে, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা থাকবে। তাঁরা মনে করতেন যে বিশ্বের নৈতিক চেতনায় যে আঘাত এসেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই নৈতিক চেতনা, মানবিক চেতনাকে জাগ্রত করুক এবং গড়ে তুলুক নতুন জগতের জন্য নতুন রাষ্ট্রবিজ্ঞান। উত্তর-আচরণবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে আরো উদ্দেশ্য-মুখি, দায়বদ্ধ ও মানবিক করার প্রতিশ্রুতি দিলেও, এই আন্দোলন এই বিষয়ে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিপন্ন করতে পারেনি।

উত্তর-আচরণবাদীরা যে সমন্বয়ের উদার দৃষ্টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উপস্থিত করেছেন অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন, সেটা করতে পেরেছেন কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আচরণবাদ মার্কিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও নেতৃত্বের পক্ষে তাত্ত্বিক আবেদন বা সমর্থন হিসাবেই কাজ করেছে। সমালোচকরা এই প্রশ্ন তুলেছেন যে আচরণবাদের ন্যয় উত্তর-আচরণবাদ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বাস্তব সত্যকে আবিষ্কার করতে তেমন আগ্রহ দেখাননি। সমাজের মৌলিক পরিবর্তন যে প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া সংকটের সমাধান সম্ভব নয়, উত্তর-আচরণবাদ এই বিষয়ে কতটা সচেতন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

উপরিউক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে, উত্তর-আচরণবাদীরা চেষ্টা করেছিলেন যাতে জ্ঞানের সঙ্গে কাজের সংযোগ ঘটানো যায় এবং রাজনীতি আরও মানবিক ও সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে। তারা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপে বিজ্ঞানের ভাবনাকে প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন।